ভোরের সংবাদ

240

SEP. 1 5 1999

তারিখ ... SEP. 1 5 1999 ..
পৃঃ ৫ কলাম ২ ......

উত্তরের উলুখাগ

মলয় ভৌমিক

**আজ আমরা ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল কর্মকান্ড থেকে দ
রেখে, সুস্থ ছাত্র রাজনীতি থেকে সরে আসার উপদেশ
শুধুমাত্র পুঁথির মধ্যে মাথা গুঁজে থাকার কথা বলছি। এ
স্বার্থবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, অসহিষ্ণু, আদর্শহীন, দায়িত্বজ্ঞা
দেশপ্রেমবর্জিত তথাকথিত এক শিক্ষিত যুবগোষ্ঠী তৈরি
যেন উচ্চশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠছে। আমাদের ভ
কর্মীদের এই অন্ধকার থেকে উদ্ধারের কোন দায়ই বি
তাহলে আমাদের নেই?**

বছর তিনেক শান্ত থাকার পর উত্তরাঞ্চলের একমাত্র উচ্চ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বড় মাপের ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো। মূল ঘটনা ঘটে ৬ই সেপ্টেম্বর। এর আগে ৫ই সেপ্টেম্বর ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের একজন শিক্ষকের কক্ষের কাছে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্ররা হইহুল্লোড় করলে ঐ শিক্ষক নাকি ছাত্রদের অশালীন ভাষায় গালাগাল দেন। দুই বিভাগের শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে ঘটনার তাৎক্ষণিক একটা সমাধানও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু না, ব্যাপারটা এখানে থেমে থাকেনি। পরদিন সকাল থেকেই দুই বিভাগের ছাত্ররা মারমার কাট কাট করে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় ঘন্টা তিনেক, রবীন্দ্র ভবন এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। ভাঙচুরের ফলে বিপুল সম্পত্তির ক্ষতি হয়। আহত হয় শিক্ষকসহ পঞ্চাশের অধিক ছাত্র। কয়েকজন শিক্ষক চেষ্টা করেও ছাত্রদের নিরস্ত করতে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে টিয়ার গ্যাস নিয়ে এগিয়ে আসতে হয় পুলিশকে। এসব ঘটনা অবশ্য পরদিন জাতীয় দৈনিকগুলোতে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছাত্র-সংঘর্ষের ঘটনা নতুন কিছু নয়। গত দুই যুগ ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসব সংঘর্ষে প্রাণ গেছে ২৪ জনের। আহত হয়েছে কয়েক হাজার ছাত্র। মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের রগকাটা রাজনীতির কল্যাণে অনেকে পঙ্গু হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। সেশন জটের হিসেবের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল।

ঘটনাবহুল এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে ছাত্রসংঘর্ষের ঘটনা সংবাদপত্র পাঠকদের কাছে কোন অভিনবত্ব সৃষ্টি যে করেনি, তা বোধহয় বলাই যায়। অনেক পাঠক ম্যারমেরে একঘেয়ে এই খবরটির শুধু শিরোনামটুকু হয়তো পাঠ করেছেন। কিন্তু এ ঘটনাটি কি একেবারেই গতানুগতিক? নতুন কোন উপাদান কি যুক্ত হয়নি এর সাথে? একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে এ ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে একই অনুষদের দুটি বিভাগ, কোন ছাত্র সংগঠন নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে যে অসংখ্য ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে এ ধরনের বিভাগ বনাম বিভাগের মারদাঙ্গার কোন নজির নেই। এমনকি উনিশশ' তেপ্পান্ন সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত এক বিভাগের ছাত্রদের সাথে অন্য বিভাগের ছাত্রদের এমন ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনার কথাও জানা যায় না। হ্যাঁ, খেলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বিভাগের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা বা ছোটখাটো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে অনেক। কিন্তু কখনোই তা এমন দীর্ঘস্থায়ী এবং ভয়াবহ পরিণতির দিকে গড়ায়নি। এদিক থেকে ৬ই সেপ্টেম্বরের ঐ ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনার মধ্যে একটা নতুনত্ব অবশ্যই রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ঘটনার নতুনত্বে এ ভেবে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, ঘটনাটি রাজনৈতিক নয় এবং শেষ পর্যন্ত এতে কোন ছাত্র সংগঠন জড়িয়ে পড়ে ভিন্ন কোন মাত্রা যোগ করেনি। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় পঙ্গু হতে বসেছিল, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর পর একটি বিচ্ছিন্ন অরাজনৈতিক ঘটনা ঘটলে তাতে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি চিন্তায় সত্যিই কি শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই? এ ঘটনা কি নতুন কোন ইঙ্গিত বহন করেনা? এতদিন যে ধরনের ঘটনা ঘটেনি, আজ তার সূত্রপাত কেন হলো, তা একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে বৈকি।

এবারের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেককেই এমন মন্তব্য করতে শোনা গেছে যে, ছাত্র রাজনীতির একটা সুস্থ ধারা বলবৎ থাকলে এ ঘটনা বেশি দূর গড়াতে পারতো না। ঘটনা শেষ পর্যন্ত যতদূর গড়াতো সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও এ সংঘর্ষ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নজর দিতে আমাদের বাধ্য করেছে। বিষয় দুটি হলো : এক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সুস্থ ছাত্র রাজনীতি অনুপস্থিত। দুই, ছাত্র রাজনীতির অসুস্থ ধারাটিও সাধারণ ছাত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন। এ পয়েন্ট দুটির পক্ষে কিছু বাস্তব যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে। অতীতে দেখা গেছে যে, কোন কারণে এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগ বা এক হলের সাথে অন্য হলের ছাত্রদের মধ্যে বচসা হলে শেষ পর্যন্ত তা বড় ধরনের গোলযোগে রূপ নিত না। নিত না এ জন্যে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত উভয় বিভাগ বা হলে থাকতো একই আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। ঘটনা বেশি দূর গড়ানোর আগেই একই সংগঠনের ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে কলহ বাঁধিয়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতো। এতে আর যাই হোক বিভাগের সাথে বিভাগের, হলের সাথে হলের বা এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের ছাত্রদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতো না। অনেক সময় এক বিভাগের কোন ছাত্র সংগঠনের কর্মী অন্য বিভাগের ভিন্ন কোন ছাত্র সংগঠনের কর্মীর সাথে বচসায় লিপ্ত হলে তা রাজনৈতিক সংঘর্ষে রূপ নিত। কিন্তু কখনোই এমন অরাজনৈতিক বিভাগ বনাম বিভাগের ঘটনা ঘটতে দেখা যেত না। ফাইন্যান্স আর ব্যবস্থাপনা বিভাগ তো দুটি পৃথক ছাত্র সংগঠন নয়। একই সংগঠনের ছাত্র দুটি বিভাগে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে নেই- এমন কথা আমরা বলছি না। কিন্তু যা নেই তাহলো ছাত্ররাজনীতির সেই অন্তর্নিহিত আদর্শিক শক্তি। আর এ শক্তি নেই বলেই ছাত্ররা আজ নিজের সংগঠনের পরিচয়ের চেয়ে বিভাগের পরিচয়কে বড় করে দেখে চড়াও হয়েছে নিজেরই সংগঠনের কর্মীর ওপর। ব্যবস্থাপনা বিভাগে যেমন ছাত্রলীগ কর্মী আছে, ফাইন্যান্স বিভাগেও তেমনই রয়েছে ছাত্রলীগ কর্মী। একইভাবে উভয় বিভাগের ছাত্রদলসহ অন্যান্য সংগঠনের কর্মীরাও রয়েছে। যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, কোন ছাত্র সংগঠনের কর্মী নয়, সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল কোন সংগঠনই করে না--এমন সব ছাত্র। তাহলেও প্রশ্ন জাগে, প্রায় তিন ঘন্টার এ দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সময় তারা কোথায় ছিল? তাদের অথবা তাদের সংগঠনের নেতাদের কি কোনই ভূমিকা ছিল না?

বাস্তব অবস্থা হলো, আজকের ছাত্র রাজনীতি এবং এর নেতৃত্বের হাল এমনই যে, তারা সাধারণ ছাত্রদের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে অপারগ। নেতাদের কথা কর্মীরাই শোনে না, সাধারণ ছাত্রদের তো শোনার প্রশ্নই আসে না। এ এমন এক সর্বনাশা ছাত্ররাজনীতি, যা কর্মীদের সংগঠিত করার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন করে। আদর্শের থেকে কর্মীদের মধ্যে বড় হয়ে দেখা দেয় আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক চিন্তা। এভাবে খন্ডিত হতে হতে কর্মীরা হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। এক সময় তারা শুধু নিজের চিন্তা ছাড়া আর কারো কথাই ভাবতে পারে না।

ছাত্ররাজনীতির সুস্থ ধারাটি নেই বলেই আজ এ ধরনের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। তবে অসুস্থ ধারাটিও যে সাধারণ ছাত্রদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে, এমন মনে হয় না। জানা যায়, ৬ই সেপ্টেম্বরের ঐ সংঘর্ষের সময় দুএকটি ছাত্র সংগঠন নাকি ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছিল (যেসব সংগঠন এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল দেখতে চায়)। কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা সে উস্কানিকেও পাত্তা দেয়নি। আপাতদৃষ্টিতে এটি ভালো লক্ষণ মনে হতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত বিবেচনায় এটাও কোন শুভ লক্ষণ নয়। ছাত্ররা অশুভ শক্তির উস্কানিতে সায় দেয়নি বটে, তবে তারা যা ঘটিয়েছে তা শেষ পর্যন্ত অশুভ শক্তির হাতকেই শক্ত করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে আজ অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন। যারা এ ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ তাদের যুক্তিও ফেলনা নয়। ছাত্ররাজনীতির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পেশীশক্তির মহড়া চলতে থাকলে, ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবর্তে রক্তের হোলি খেলা চললে, সে রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব আসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে সমস্যার কোন সমাধান করা যাবে কিনা? ছাত্ররা রাজনীতি করলে ক্যাম্পাস অশান্ত হয়। আবার রাজনীতি
যদি ভিন্ন মাত্রায় এক বিভাগের ছাত্রদের
বিভাগের ছাত্রদের বা এক অঞ্চলের
অঞ্চলের ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে-- তাহ
ছাত্ররাজনীতির দোষ দিয়ে কি অবস্থা পাল্ট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এ
তো মনে হয়েছে সুস্থ ছাত্ররাজনীতিই পারবে
হাত থেকে ক্যাম্পাসকে রক্ষা করতে।

এটা ঠিক ছাত্রদের মধ্যে পরিশীলিত
ফিরিয়ে আনা বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায়
দুরূহ কাজ। দেশের প্রধান রাজনৈতিক
নেতারা আমাদের যে প্রত্যাশা পূরণ করে
ছাত্রনেতাদের কাছ থেকে আশা করা বৃথা।
ভরসা ছাত্রদের ওপরই করতে হয়। ছাত্রদে
নেই। তারা যতদিন ছাত্র থাকে ততদিন অ
প্রতি, মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা অ
ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের গৌ
সমাজের ওপর আজ সব দায় আমরা চা
পার পেতে পারি না। এটা ঠিক যে, সাধা
আজ রাজনীতির ওপর, ছাত্রনেতাদের ওপর
ভাল ছাত্ররা আজ ছাত্ররাজনীতিতে আসতে
ছাত্রনেতারা আজ অনেকেই সন্ত্রাস,
টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে মাদক সেবন
ধর্ষণের মতো হীন কর্মকান্ডের সাথে নিজেদে
ফেলেছে। নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তার
সাধারণ ছাত্রদের থেকে তারা সরে যাচ্ছে দূ
নেতৃত্বের এ পরিণতির দায় তো কেবল ছাত্র
চাপালে চলবে না। আমাদের জাতীয় নেতৃত্বে
শিক্ষক সমাজের কর্মকান্ডে, অভি
চিন্তাচেতনায় এবং সর্বোপরি আমাদের শিক্ষ
কোন গলদ ছাত্রদেরকে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে
তলিয়ে দেখতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্র
ধরন নিয়ে কথা হচ্ছিল। ৬ই সেপ্টেম্বরের
সময় বেশ কজন শিক্ষক ছাত্রদের নিরস্ত ক
করেছিলেন। কিন্তু ছাত্ররা শিক্ষকদের কথা
যারা সাহস করে সংঘর্ষ থামাতে গিয়েছিলে
উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রা
তারাতো একথাও নিশ্চয়ই জানেন যে, কি
শিক্ষকের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে
ছাত্রদের কাছে আজ গোটা শিক্ষক সমাজের
নষ্ট হয়ে গেছে। দল করা শিক্ষকদের অধিক
অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্যে
করেন, এটা ওটা প্রাপ্তির জন্যে যখন কা
শুরু করেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় গন্ডির মতো
পরিসরে তা সকলেই জেনে যায়।
ঢালাওভাবে সকল শিক্ষকের প্রতি বিরূপ হ
ছাত্র নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দ
এক্ষেত্রে একটি উল্লেখ করার মত বিষয়।
বহুবার দেখা গেছে কোন বিশেষ ছাত্র স
ইচ্ছেমতো প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। প্রশাস
থেকে ছাত্র নেতাদের চরিত্র হননও কোন ন
নয়। বর্তমান প্রশাসন এদিক থেকে নিজে
রাখতে চাইলেও অতীতের পরিস্থিতির জের
ঘাড়ে এসে পড়বে। বিগত তিন বছরে বিশ্ব

রাজ্য

র বনাঞ্চ

হয়েছে বলে জানা গেছে।

টাঙ্গাইলের বনাঞ্চলের লট
চুরির পাশাপাশি অবশিষ্ট যে গজ
সেগুলোও বর্তমানে অবাধে চুরি
৬ মাসে বাঁশতৈল রেঞ্জে
গায়ড়াবৈতিল এলাকার আট
বয়সের প্রায় ১০ লাখ গজারি গ
গেছে বলে বন বিভাগ এবং
সূত্রে জানা গেছে। একইভাবে
শালগ্রামপুর এলাকার প্রায়
অল্পবয়সী গজারি গাছ গত ৩
সাবাড় হয়েছে বলে জানা গেছে।

টাঙ্গাইলের বনাঞ্চল থেকে অ
চুরির সঙ্গে বন বিভাগীয়
কর্মচারীরা জড়িত বলে এলা
জানা গেছে। তারা জানান, ক
কাছ থেকে বন বিভাগীয়
কর্মচারীরা ভ্যানগাড়ি প্রতি ৩শ
মহিষের গাড়ি প্রতি ১৫শ' ট
করে থাকে। উল্লেখ্য উডলট ব
এবং ছোট সাইজের গজারি কা
এবং মহিষের গাড়িতে নির্দিষ্ট
পরে তা ট্রাকে করে বিভিন্ন
হয়ে থাকে।

তারা গরিব ব
কি এই বিড়

সখীপুর থেকে নিজস্ব সং
মেয়ের বাবা মামলা করেছেন
কিন্তু মেয়ে বলছে তার বিয়ে
তার প্রেমিকের সাথে। অথচ
মামলায় নিরীহ দরিদ্র ব্যক্তি
দড়ি বেঁধে পাঠানো হয়েছে কে
থেকে জেলহাজতে। ঘটনা
সখীপুর থানার দেবল-চালা গ্রা

ওই গ্রামের ইদ্রিস আ
জাহানারা প্রেমের সম্পর্কে
দরিদ্র ফরহাদ আলীর ছেলে
সাথে। এই গভীর প্রেমের স
ইদ্রিস আলী তার মেয়ে জাহ
ঠিক করে অন্যত্র। কিন্তু তার
৩০শে আগস্ট রাতে জাহানার
কুঁড়েঘরে গিয়ে উঠে। এ নি
মহাশোরগোল।

প্রেমিক শহীদুলের নিরীহ
ভয়ে জাহানারাকে তার বা
ফেরত দিয়ে আসে। কিন্তু
থেকে বেরিয়ে গেছে তাকে আ